رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আলা হযরতের তাসাভ্বফ

30-September-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈনিক আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরূদ

www.dawateislami.net

প্রেরণ করবে, **আল্লাহ পাক** তার একশতটি (১০০) চাহিদা পূরণ করবেন, এর মধ্যে সত্তরটি (৭০) আখিরাতের আর ত্রিশটি (৩০) দুনিয়ার হবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যিকির, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস ২২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ান আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাসাউফের ঘটনাবলী সম্বলিত হবে, সর্বপ্রথম আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামাযের প্রতি ভালবাসার একটি চমৎকার ঘটনা, বাইয়াত ও খেলাফতের একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (Introduction) এবং তাঁর জীবনের কয়েকটি ঝলক বয়ান করা হবে, আলা হযরতের জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো, তাঁর তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টতাও আমরা শুনবো, শরীয়াত বিরোধী

www.dawateislami.net

কাজকে তরীকতের নাম দেয়া লোকদের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামগণ যেই মহান বাণী বর্ণনা করেছেন, তাও এই বয়ানে আমরা শুনবো। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকে একাগ্রচিত্তে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে বয়ান শুনার সৌভাগ্য নসীব করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফেলা ছেড়ে দিলেন, নামায ছাড়লেন না

(আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বায়ান্ন (৫২) বছর বয়সে যখন দ্বিতীয়বার হজ্বের সফরে যাত্রা করলেন, হজ্বের আনুষাঙ্গিকতা আদায় করার পর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, দুই মাসের চেয়েও বেশী সময় শয্যাশায়ী ছিলেন, যখন কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার যিয়ারতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন আর "জেদ্দা শরীফ" হয়ে নৌকায় করে তিন দিন পর "রাবেগ" পৌঁছেন এবং সেখান থেকে মদীনাতুর রাসুলে যাওয়ার জন্য উটের উপর আরোহন করলেন, এই পথে যখন "বীরে শায়খ" পৌঁছলেন তখন গন্তব্য নিকটবর্তীই ছিলো কিন্তু ফজরের নামাযের সময় সামান্য বাকী ছিলো। উট চালক গন্তব্যে পৌঁছেই উট থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো, সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (এ অবস্থা দেখে) আমি ও আমার সাথীরা নেমে গেলাম, কাফেলা চলে গেলো। কিরমিচের (অর্থাৎ বিশেষ ছট দ্বারা বানানো) বালতি সাথে ছিলো কিন্তু রশি ছিলো না এবং কুপও গভীর ছিলো, সুতরাং পাগড়ী বেঁধে পানি উঠালেন ও অযু করলেন, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় নামায হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

কিন্তু এখন এই চিন্তায় পড়ে গেলো যে, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুবই দূর্বল হয়ে গেছেন, এতো পথ পায়ে হেঁটে কিভাবে যাবে? মুখ ফিরিয়ে দেখলেন; এক অপরিচিত উট চালক নিজের উট নিয়ে অপেক্ষা করছে, **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাতে আরোহন করলেন। তাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: তুমি এই উট কিভাবে আনলে? বললো: আমাকে শায়খ হুসাইন হুশিয়ারী করে দিয়েছেন যে, শায়খের (আলা হযরতের) খেদমতে যেনো কমতি না হয়, কিছুদুর সামনে অগ্রসর হতেই দেখলাম আমার নিজের উটের গাইড উট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বললো: কাফেলার গাইড যখন দাঁড়ালো না, আমি বললাম, শায়খের কষ্ট হবে, কাফেলা থেকে উট খুলে ফিরে এলাম। এসব আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও উপদেশই ছিলো "صَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلٰى عِتْرَتِهٖ قَدْرَ رَأْفَتِهٖ وَرَحْمَتِهٖ" অন্যথায় কোথায় আমি অধম আর কোথায় রাবেগের সর্দার শায়খ হুসাইন, যার সাথে না আছে পরিচয়, না হয়েছে সাক্ষাত এবং কোথায় রুক্ষ মেজাজের উটের গাইড আর তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ! **(মলফুযাতে আলা হযরত, ২১৭ পৃষ্ঠা)**

মাকতবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"পীরের প্রতি আপত্তি করা নিষেধ"** এর ৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২১ বছর বয়সে তাঁর সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে হযরত সৈয়্যদ শাহ আলে রাসূল মারাহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় তাঁর নিকট বাইয়াত হলেন। তাঁর মুর্শিদে কামিল (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মুরীদ বানানোর পাশাপাশি) সকল সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত এবং হাদীসের সনদ দান করেন। অথচ হযরত শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

খেলাফত ও অনুমতির ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরীদ হতেই সকল সিলসিলার অনুমতি পেলেন তখন খানকার এক খাদিম আর থাকতে পারলো না। আরয করলো: হুযুর! আপনার খান্দানে তো খেলাফত অনেক রিয়াযত ও সাধনার পর দেয়া হয়ে থাকে। তাঁকে আপনি সাথেসাথেই খেলাফত দিয়ে দিলেন। হযরত শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই লোককে বললেন: মানুষ নোংরা অন্তর ও নোংরা নফস নিয়ে আসে, তা পরিস্কার হতে অনেক সময় লেগে যায় কিন্তু সে পবিত্র নফস নিয়ে এসেছিলো। শুধু সম্পর্কের প্রয়োজন ছিলো, তা আমি প্রদান করে দিলাম। অতঃপর উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন: আমাকে অনেকদিন ধরে একটি চিন্তা কষ্ট দিচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা আজ দূর হয়ে গেলো। কিয়ামতে যখন **আল্লাহ পাক** জিজ্ঞাসা করবেন: **আলে রাসূল! আমার জন্য কি এনেছো? তখন আমি আমার মুরীদ আহমদ রযা খাঁনকে উপস্থাপন করবো।** অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ঐসকল আমল ও ওযীফা প্রদান করে দিলেন, যা খান্দানে বরকতিয়ায় বংশ পরম্পরায় চলে আসছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাসাউফের কিরূপ মহান মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন, অথচ ২১ বছর পূর্ণ যৌবনে তো আশা আকাঙ্ক্ষাও যুবক সূলভ থাকে, চারিদিকে প্রবৃত্তির চাহিদার ভীড় লেগে থাকে, দুনিয়াবী আরাম আয়েশের স্বাদ গ্রহণ করার অভ্যাস হয়ে যায়, নফস ও শয়তান পূর্ণ শক্তিতে মানুষকে আখিরাতের চিন্তা ও নেক আমল থেকে উদাসিন করে তার কবর ও আখিরাতকে ধ্বংস

www.dawateislami.net

করাতে লিপ্ত থাকে, মানুষের উপর ধন সম্পদ জমা করার ও ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির ভুত চেপে থাকে, মোটকথা এই বয়সে মানুষ সাধারণত **আল্লাহ পাকের** স্মরণ থেকে উদাসিন থাকে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি! যিনি যৌবনের নেয়ামতকে গুরুত্ব দিয়ে ঐ সকল মন্দ কাজ থেকে নিজের আঁচল ও নিজের বাতিনকে পবিত্র ও পরিছন্ন রেখেছেন, বাল্যকাল থেকেই তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করেছেন এবং সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছেন, অতএব যখন তিনি তাঁর আলোকিত বাতিন সহকারে হযরত শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা তাঁর বাতিনকে অবলোকন করে নিলেন আর সাথেসাথেই তাঁকে অনুমতি ও খেলাফত আর হাদীসের সনদ প্রদান করে দিলেন, এই সকল নেয়ামত দ্বারা ধন্য করার পর তাঁর পীর ও মুর্শিদ নিজের এই মুরীদে কামিলের শান ও মহত্বকে এভাবে জাগ্রত করলেন যে, কিয়ামতে যখন **আল্লাহ পাক** জিজ্ঞাসা করবে: **"আলে রাসূল! আমার জন্য কি এনেছো? তখন আমি আমার মুরীদ আহমদ রযা খাঁনকে উপস্থাপন করবো।"**

বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুলও পাই যে, যদি পীর নিজের কোন মুরীদকে দান করে তবে এই দানের কারণে নিজের পীর ভাইকে কখনোই হিংসা করবেন না, কোন পীরের নিজের মুরীদকে দান করা কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন; কোন মুরীদ নিজের পীরের প্রত্যেক বাণীর প্রতি লাব্বায়িক বলা, শুধু লাব্বায়িক বলা নয় বরং সেই বাণীকে খুবই ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী আমলকারী হওয়া তবে নিঃসন্দেহে পীরও এরূপ মুরীদের প্রতি খুশি হবে, সেই সত্যিকার মুরীদের প্রতি নিজের পীরের পক্ষ থেকে দানের

www.dawateislami.net

বর্ষন হবে, অতএব এরূপ কোন মুরীদের প্রতি কখনোই হিংসা করা উচিৎ নয়, অন্যথায় এর ক্ষতি নিজেকেই বহন করতে হবে।

হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুরীদের উপর আবশ্যক যে, যখন তার মুর্শিদ তার পীর ভাইদের মধ্যে কোন একজনকে তার সামনে বসিয়ে দেয় (বা কোন পদ প্রদান করে) তবে সে যেনো তার মুর্শিদের আদবের কারণে নিজের এই পীর ভাইয়ের খেদমত (এবং আনুগত্য) করে আর হিংসা যেনো কোন অবস্থাতেই না করে। অন্যথায় তার দৃঢ় পা পিছলে যাবে এবং সে বড় ক্ষতির সম্মুখিন হবে। কিন্তু যদি কোন মুরীদ নিজের পীর ভাইদের থেকে অগ্রসর হতে চায়, তবে সে যেনো তার মুর্শিদের আনুগত্য করে এবং নিজেকে এমন গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করে নেয়, যার মাধ্যমে সে অগ্রসর হওয়ার অধিকারী হয়ে যায় এবং তখন মুর্শিদও তাকে ঐ পীর ভাইয়ের ন্যায় অন্যান্য পীর ভাইদের থেকে অগ্রসর করে দিবেন, কেননা মুর্শিদ তো মুরীদদের শাসক এবং তাদের মাঝে ন্যায়কারী হয়ে থাকে আর অনেক কমই এমন যে, কোন মুরীদ এই রোগ থেকে বেঁচে যায়। (আনওয়ারুল কুদসিয়া, ২য় অংশ, ২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর জীবনের কিছু ঝলক অবলোকন করি:

আলা হযরতের পরিচিতি ও তাঁর জীবনের কিছু ঝলক

✯ আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম বেরেলী শরীফে দশ (১০) শাওয়ালুল মুকাররম ১২৭২ হিজরী শনিবার যোহরের সময় অনুযায়ী চৌদ্দ

www.dawateislami.net

(১৪) জুন ১৮৫৬ সালে হয়। (হায়াতে আলা হযরত, ১/৭৭) ✯ তাঁর সম্মানিত হলেন পিতা মুফতী নকী আলী খান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এবং দাদা মুফতী রযা আলী খান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)। (ফাযিলে বেরলভী ওলামায়ে হিজাজ কি নযর মে, ৬৭ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর জন্মসূত্রে নাম হলো **"মুহাম্মদ"**। সম্মানিত পিতা **"আম্মান মিয়া"** ডাকতেন। ✯ সম্মানিত আম্মাজান ও অন্যান্য আত্মীয়রা **"আহমত মিয়া"** এবং দাদা **"আহমদ রযা"** নাম রাখেন। ✯ ঐতিহসিক না ছিলো **"আল মুখতার"**। ✯ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নামের পূর্বে **"আব্দুল মুস্তফা"** লিখতেন। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ২১ পৃষ্ঠা) ✯ তিনি বাল্যকাল থেকেই খুবই মেধাবী ও গম্ভীর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। ✯ ছয় বছরের ছোট্ট বয়সে তিনি মিলাদুন্নবীর একটি মাহফিলে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বয়ান করে মানুষদের আশ্চর্য করে দেন। (ফয়যানে আলা হযরত, ৮৫ পৃষ্ঠা) ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অট্টহাসি হাসতেন না। ✯ তিনি হাই আসার সময় আঙ্গুল দাঁত দ্বারা চেপে ধরতেন এবং কোন আওয়াজ করতেন না। ✯ কিবলার দিকের আদবের কারণে কুলি করার সময় বাম হাত দাঁড়ি শরীফে রেখে মাথা নত করে পানি মুখ থেকে ছেড়ে দিতেন। ✯ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করতেন। ✯ ফরয নামায পাগড়ী সহকারে পড়তেন। ✯ মিসওয়াক করতেন ও মাথা মুবারকে তেলও দিতেন। ✯ তাঁর জাহির ও বাতিন একই ছিলো, যা কিছুই তাঁর অন্তরে থাকতো তাই মুখে বলতেন আর যা কিছু মুখে বলতেন তার উপর তাঁর আমলও থাকতো। ✯ যখন কোন সুন্নি আলিমের সাথে সাক্ষাত হতো, দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং তার এমন সম্মান করতেন যার উপযুক্ত সে নিজেকে মনে করতো না। ✯ সম্মানিত বাড়ি থেকে কোন ভিক্ষুক খালি হাতে ফিরে যেতেন না। ✯ হাদীসের কিতাবের উপর অন্য

কোন কিতাব রাখতেন না। ✯ মিলাদ শরীফের মাহফিলে বিলাদত শরীফের আলোচনার সময় সালাত ও সালাম পাঠ করার জন্য দাঁড়াতেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু'যানু হয়ে বসে থাকতেন। (ফয়যানে আলা হযরত, ১১৪,১১৫ পৃষ্ঠা) ✯ যেকোনো জিনিস দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে ডান হাতই ব্যবহার করতেন, যদি কখনো গ্রহণকারী নিজের বাম হাত অগ্রসর করতেন তবে তিনি সাথেসাথেই নিজের হাত মুবারক থামিয়ে দিতেন এবং বলতেন: ডান হাতে নিন, কেননা বাম হাতে শয়তান নিয়ে থাকে। (ফয়যানে আলা হযরত, ১১১ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর ওফাত ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী ১৮ অক্টোবর ১৯২১ সালে হয়েছিলো। (ফয়যানে আলা হযরত, ৬৩১ পৃষ্ঠা) ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদের অত্যধিক আদব করতেন। ✯ মসজিদের প্রবেশ করতেই সর্বদা ডান পা প্রথমে প্রবেশ করাতেন। ✯ আর বাইরে আসার সময় প্রথমে বাম পা জুতার উপরের অংশে রাখতেন অতঃপর ডান পায়ে জুতা পরিধান করেই বাম পায়ে জুতা পরিধান করতেন (যাতে সুন্নাত অনুযায়ী আমল হয়ে যায়) ✯ একবার ফজরের নামায আদায় করার জন্য স্বভাব বিরুদ্ধ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছুটা দেরী হয়ে গেলো, নামাযীদের দৃষ্টি বারবার সম্মানিত বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো, এমন অপেক্ষমান সময়ে দ্রুত আগমন করলেন, এমন তাড়াতাড়ির সময়েও সুন্নাতের অনুসরনের অবস্থা এমন ছিলো যে, মসজিদের বাইরের দরজায় যখন তাঁর পা পৌঁছলো তখনও তাঁর ডান পা মুবারক পৌঁছলো, মসজিদের নতুন মেঝে আর পুরোনো মেঝে পা পৌঁছলো তো ডান পা, তারপর মসজিদের উঠানে একটি চাঠাই বিছানো ছিলো, তাতে পা পৌঁছলো তো ডান পা এবং এতেও শেষ নয়, প্রতি সারীতে প্রথমে ডান পা রাখলেন, এমনকি মসজিদের মেহরাবে জায়নামাযেও প্রথমে ডান পা'ই রাখলেন। (ফয়যানে আলা হযরত, ১২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাতীগতভাবে পাঠান, মসলকের ভিত্তিতে হানাফী ও তরীকতের ভিত্তিতে কাদেরী ছিলেন। মনে রাখবেন! হানাফী- ইমামে আযমের, শাফেয়ী- ইমাম শাফেয়ীর, হাম্বলী- ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এবং মালেকী- ইমাম মালেক (رَحِمَهُمُ الله) এর অনুসারীতের বলে থাকে। তাঁদের সকলের মতবাদই সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এবং একই, তারা পরস্পর ভাই ভাই, তবে শরয়ী মাসআলায় (যেমন; নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির মাসআলা) কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা নিজ নিজ গবেষণা বর্ণনা করেছেন, তাই তাঁরা উম্মতের ওলামা হলেন আর উম্মতকে ওলামাদের অনুসরনের আদেশ দেয়া হয়েছে তাই উম্মতরা তাঁদের অনুসরন করে, এই কারণে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী ইত্যাদি বলা হয়। অনুরূপভাবে নিজের বাতিনের সংশোধন, দ্বীন ও শরীয়াতের উপর আমলকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করা, নেককার লোকের সম্পর্ক অর্জন এবং তাদের কর্মপদ্ধতির উপর চলে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য উম্মত বিভিন্ন বুযুর্গদের আঁচল ধরেছে তো তাদেরকে **কাদেরী, চিশতী, সোহরাওয়ার্দী, নকশবন্দী** বলা হয়। এরা সবাই **আল্লাহ পাকের** বান্দা এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী, ওলামা ও আউলিয়াদের প্রেমিক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাসাউফ কিসের নাম?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়াতে মুফতীয়ে ইসলাম ও তাসাউফে অলীয়ে কামিলের মর্যাদায় সমাসীন

www.dawateislami.net

ছিলেন। মনে রাখবেন! **তাসাউফ** হলো শরীয়াতের অনুসরনের নাম, **তাসাউফ** হলো গুনাহ থেকে বাঁচার নাম, **তাসাউফ** হলো সুন্নাতের উপর আমল করার নাম, **তাসাউফ** হলো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিমুলক কাজ করার নাম, **তাসাউফ** হলো **আল্লাহ**র হকসমূহের আদায়ের নাম, **তাসাউফ** হলো বান্দার হকসূমহ পূরন করার নাম, **তাসাউফ** হলো দ্বীন ইসলামের উপর আমল করার নাম, **তাসাউফ** হলো নিয়মিত নামায আদায়ের নাম, **তাসাউফ** হলো ফরয ও ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব আদায় করার নাম, **তাসাউফ** হলো মুসলমানের পেরেশানি দূর করার নাম, **তাসাউফ** হলো সৎচরিত্রের নাম, **তাসাউফ** হলো মুসলমানের কল্যাণ কামনার নাম, **তাসাউফ** হলো নেকীর কাজে একে অপরকে সাহায্য করার নাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামের নয় বরং সত্যিকারের সূফী ছিলেন এবং তাসাউফের নিদর্শন তাঁর পবিত্র সত্তায় সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যেতো এবং **মুসলমানের কল্যাণ কামনার প্রেরণা** তাঁর অন্তরে প্রবলভাবে ছিলো। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি:

রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য শহরের বাইরে গেলেন

একবার শেরপুর পিলীভেত (হিন্দ) জেলার দু'জন ব্যক্তি, যারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই ভক্ত ছিলো, তাদের আত্মীয়দের মধ্যে কোন মহিলা অসুস্থ হলে শেরপুর থেকে কিছু লোক আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিতে আসলো ও সাথে যাওয়ার জন্য খুবই জোড় করলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সাথে যাওয়ার ওয়াদা করলেন, স্টেশনে অনেক লোক স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলো, তাঁকে খুবই আরাম ও নিরাপত্তার সহিত

www.dawateislami.net

নিয়ে গেলেন। যখনই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে পৌঁছলেন তখন এক ব্যক্তি আসলো ও আরয করলো: হুযুর! আপনি সম্ভবত ট্রেনে আরোহন করেছেন, আর এদিকে রোগী সুস্থ হওয়া শুরু করেছে। এবার হুযুরের কদম মুবারক এখানে পড়েছে, তবে একেরাবে সুস্থতা অর্জন করবে اِنْ شَآءَ الله। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে দু'দিন অবস্থান করলেন, **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে রোগী সুস্থ হয়ে গেলো, খুবই আদব ও সম্মানের সহিত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বিদায় দেয়া হলো।

(ফয়যানে আলা হযরত, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন কারামত সম্পন্ন অলী ছিলেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহান সত্তার বরকতে অসুস্থদের আরোগ্য লাভ হতো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনরাত দ্বীনের খেদমতে লিপ্ত থাকার পরও মানুষের মনতুষ্টিতে অগ্রগামী থাকতেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়াতের বিনা কারণে কারো মনে কষ্ট দিতেন না, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই কারো সাথে ওয়াদা করতেন তবে তা অবশ্যই পূরণ করতেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোগীদের দেখতে যাওয়ার সুন্নাতের উপর আমল করতেন।

আসুন! কিছুক্ষণের জন্য আমরা নিজেদের সম্পর্কে ভাবী যে, দ্বীনের খেদমতের প্রেরণা কি আমাদের মাঝেও রয়েছে? আমাদের অন্তরও কি মুসলমানদের মনতুষ্টির প্রেরণায় সমৃদ্ধ? আমরাও কি ওয়াদা পূরণ করে থাকি? আমরাও কি রোগীকে দেখতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি? যদি না হয়! তবে আসুন! একত্রে মিলে নিয়্যত করি যে, আলা হযরতের পদাঙ্ক অনুসরন করে অধিকহারে দ্বীন ইসলামের খেদমত করবো, মুসলমানের

www.dawateislami.net

মনতুষ্টিতে অগ্রগামী থাকবো, রোগীদের (Patients) দেখতে যাওয়ার সুন্নাতের উপর আমল করার ভরপুর চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَالله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভন্ড সূফী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে তাসাউফকে একটি আশ্চর্যজনক রঙ দেয়া হয়েছে, শরীয়াতের বিরোধীতা এবং কপটতা ও গুনাহে লিপ্ত লোকেরা তাসাউফ ও তরীকতের আড়ালে সহজ সরল মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। মনে রাখবেন! তাসাউফ শরীয়াতের বিরোধীতা করা, নামায ছেড়ে দেয়া এবং নামুহরিম মহিলাদের মাঝে থাকা বা তাদেরকে দিয়ে হাত পা টিপানোর নাম নয়, তাসাউফ মাদকের নেশায় ডুবে তরীকত তরীকত বলে চিৎকার করা, চুল বড় করা এবং রঙ বেরঙের কাপড় পরার নাম নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহেরী ও বাতেনী শরীয়াতের বাস্তবতা

মাদানী মুযাকারায় হওয়া প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা সম্বলিত **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, পর্ব ১০"** নামক সংকলনে একটি প্রশ্ন রয়েছে: অনেকে নিজেকে মাজযুব বা ফকির নাম দিয়ে শরীয়াত বিরোধী কাজ সমূহকে مَعَاذَالله নিজের জন্য জায়িয ঘোষনা করে বলে যে, এটা তরীকতের ব্যাপার, এটাতো ফকিরী লাইন, সবাই তা বুঝতে পারে না। অতঃপর যদি তাকে নামায পড়তে বলা হয় তবে مَعَاذَالله বলে যে, এটাতো জাহেরী শরীয়াত, জাহেরী লোকের জন্য, আমরা তো বাতেনী শরীরে খানায়ে কাবায় বা মদীনায় নামায পড়ি ইত্যাদি। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

www.dawateislami.net

শরীয়াত ছেড়ে শরীয়াত বিরোধী কাজকে তরীকত বা ফকিরী লাইন ঘোষনা করা বা তরীকতকে শরীয়াত থেকে আলাদা মনে করা হলো পথভ্রষ্টতা। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়াত ও তরীকতের পরস্পর সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা করে: শরীয়াত হলো মূল আর তরীকত হলো এর থেকে বের হওয়া একটি নদী। সাধারণত কোন মূল অর্থাৎ পানি বের হওয়ার জায়গা থেকে যদি নদী প্রবাহিত হয় তবে তার জমিকে ভিজিয়ে দিতে মূলের প্রয়োজন হয়না, কিন্তু শরীয়াত হলো ঐ মূল, যা এর থেকে বের হওয়া নদী অর্থাৎ তরীকতের সর্বদা প্রয়োজন হয়। কেননা যদি শরীয়াতের মূল থেকে তরীকতের নদীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে শুধু এটাই নয়, ভবিষ্যতের জন্য এতে পানি আসবে না বরং এই সম্পর্ক ছিন্ন করতেই তরীকতের নদী সাথেসাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২৫২)(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, ১০ম পর্ব, অলী আল্লাহর পরিচয়, ২১ পৃষ্ঠা)

সদরূশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তরীকত শরীয়াতের বিরোধী নয়, তা শরীয়াতেরই বাতিন অংশ, অনেক মূর্খ সূফী, যারা এরূপ বলে দেয় যে, তরীকত এক বিষয় আর শরীয়াত আরেক বিষয়, সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট এবং এই ভ্রান্ত ধারনার কারণে নিজেকে শরীয়াত থেকে মুক্ত মনে করা অকাট্য কুফর ও বেদ্বীনি। শরীয়াতের আহকাম থেকে কোন অলী যতই মহান হোক না কেনো পরিত্রাণ পেতে পারে না। অনেক অজ্ঞ, যারা এরূপ বলে যে, শরীয়াত হলো রাস্তা, রাস্তার প্রয়োজন হলো যারা এখনো পৌঁছায়নি তাদের জন্য, আমরা তো পৌঁছে গেছি।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুত তায়িফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদেরকে বলেন: صَدَقُوْا لَقَدْ وَصَلُوْا. وَلٰكِنْ اِلٰى اَيْنَ؟ اِلَى النَّارِ তারা সত্যিই বলে থাকে, তারা নিশ্চয় পৌঁছেছে, তবে কোথায়? জাহান্নামে। (আল ইওয়াকিয়্যত ওয়াল জাওয়াহের, ২০৬ পৃষ্ঠা) তবে যদি মাজযুব হওয়ার কারণে জ্ঞান লোপ পায়, যেমন; বেহুঁশ ব্যক্তি, তবে তার প্রতি শরীয়াতের কলম উঠে যাবে কিন্তু এটাও বুঝে নাও, যে এই ধরনের হবে তার এরূপ কথা কখনোই বলবে না, শরীয়াতের তুলনা কখনোই করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/২৬৫-২৬৭)

উদাহরণ স্বরূপ, যদি নামাযের জন্য বলা হয় তবে অস্বীকার করবে না বরং নামায পড়বে। মনে রাখবেন! প্রত্যেককেই দেখে মাজযুব মনে করে তার অনুসরন করার অনুমতি নেই। এটা কেমন কথা যে, নামায তো মদীনায় পড়ে কিন্তু খাবার খায় আস্তানায়। এই বিষয়টি ভালভাবে মনে গেঁথে নেয়া উচিৎ যে, মাজযুবের নিকট বাইয়াত হতে পারবে না, কেননা সে এই অবস্থাতেই নেই যে, অপরকে নির্দেশনা দিবে আর বাইয়াতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যই হলো শরীয়াতের উপর আমলের নির্দেশনা অর্জন করা, তাছাড়া অলী ও পীরের জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক, যাতে মানুষকে বিশুদ্ধ শরয়ী নির্দেশনা দিতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাসাউফের অধ্যায়টি অনেক ব্যাপক, সূফীয়ায়ে কিরাম তাসাউফের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, যেমন বর্ণিত আছে: (শরীয়াতের অনুসারী হওয়া, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা এবং তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করার নাম হলো তাসাউফ।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ৫/৩৯)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়াতের অনুসারী এবং বিনয় ও নম্রতার ধারক হওয়ার পাশাপাশি তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টতার অমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং তিনি খুবই কম আহার করতেন, তাঁর সাধারণ খাবারের মধ্যে চাক্কির পেশানো আটার রুটি এবং ছাগলের কোরমা ছিলো, শেষ বয়সে এই খাবার আরো কমে গিয়ে শুধু এক পাত্র ছাগলের মাংসের ঝোল মরিচ ব্যতীত আর দু'একটি সুজির বিস্কিট আহার করতেন, মোটকথা খাবারের ব্যাপারে তিনি একেবারেই সাধারণ ছিলেন। (ফয়যানে আলা হযরত, ১১৩ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে রোযা রাখা তাঁর খুবই পছন্দনীয় ছিলো, যতই অসুস্থতা হোক না কেন, যতই দূর্বলতা হোক না কেন রমযান মাসের রোযা কখনো ছাড়তেন না, তাঁর ভাতিজা ও খলিফা মাওলানা হাসানাইন রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রোযার কাযার ব্যাপারে আমি না তাঁর বড় কারো নিকট শুনেছি, না তাঁর সমবয়সী কেউ আমাকে বলেছে আর না আমরা ছোটরা কখনো মুবারক মাসে কোন রোযা কাযা করতে দেখেছি। অনেকবার রমযান মুবারক মাসেও অসুস্থ হয়েছেন, কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোযা ছাড়েননি, যদি কেউ জোর করে আরয করতেনও যে, এরূপ অবস্থায় রোযা রাখলে দূর্বলতা আরো বৃদ্ধি পাবে, তখন বলতেন: অসুস্থ হলে চিকিৎসা করবো না? মানুষতো আশ্চর্য হয়ে বলতো যে, রোযাও কি কোন চিকিৎসা। বলতেন: অবশ্যই চিকিৎসা। আমার **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: صُوْمُوا تَصِحُّوا অর্থাৎ রোযা রাখো সুস্থতা লাভ করবে। (মু'জামু আওসাত, ৬/১৪৬, হাদীস ৮৩১২)

যখন ১৩৩৯ হিজরীর রমযান মাস মে, জুন ১৯২১ সালে পড়লো এবং লাগাতার অসুস্থতা ও প্রচন্ড দূর্বলতার কারণে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ভেতর গরমের মৌসুমে রোযা রাখার শক্তি পেলেন না তখন

www.dawateislami.net

নিজের পক্ষে এই ফতোয়া দিলেন যে, পাহাড়ে শীত হয়ে থাকে, সেখানে রোযা রাখা সম্ভব, অতএব রোযা রাখার জন্য সেখানে যাওয়া সক্ষমতার জন্য ফরয হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি রোযা রাখার উদ্দেশ্যে নিনিতাল জেলার কোহে ভুয়ালী চলে গেলেন। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ১৩৩ পৃষ্ঠা) আর এমনও নয় যে, রোযায় পেট ভরে খাবার খেতেন, তাঁর অভ্যাস ছিলো যে, সাধারণ সময়ে যত খাবার তিনি খেতেন রমযানে তা আরো কম হয়ে যেতো।

রমযানে এক বেলা আহার

খলিফায়ে আলা হযরত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন মিরাঠী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: আমি রমযানুল মুবারকের ২০ তারিখ থেকে ইতিকাফ করলাম। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে আগমন করে বললেন: "ইচ্ছা তো করে আমিও ইতিকাফ করবো, কিন্তু (দ্বীনি ব্যস্ততার কারণে) অবসর পাচ্ছি না।" অবশেষে ২৬ রমযানুল মুবারকে বললেন: "আজ থেকে আমিও ইতিকাফকারী হয়ে যাবো।" হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন মিরাঠী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সন্ধ্যায় (Evening) খেজুর ইত্যাদি দ্বারা ইফতার তো করে নিতেন কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খাবার খেতে আমি কোনো দিন দেখিনি। সেহেরীর সময় শুধুমাত্র একটি ছোট্ট পাত্রে ফিরনী ও একটি পাত্রে চাটনী আসতো, তা খেয়ে নিতেন।" একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হুযুর! ফিরনী ও চাটনীর মধ্যে কি সম্পর্ক?" বললেন: "লবণ দ্বারা শুরু করা আর লবণ দ্বারাই শেষ করা সুন্নাত, তাই চাটনী আসে।" (ফয়যানে আলা হযরত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله! সুন্নাতের অনুসারী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিষ্টি ফিরনীর পূর্বে এবং পরে এই জন্যই লবণাক্ত চাটনী ব্যবহার করতেন, যেনো খাবারের শুরু ও শেষে লবণ ব্যবহারের সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। খাবারের শুরু ও শেষে লবণ (বা লবণাক্ত) খাওয়াতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সত্তরটি (৭০) রোগ দূর হয়ে থাকে। (ফয়যানে সুন্নাত, ৬৫৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমরা গুনাহগারকে রযার আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং আলা হযরতের সদকায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচল দান করেছেন, কিন্তু আমাদের কি হয়ে গেছে যে, আমরা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছি, সুন্নাতের অনুসরন করতে লজ্জা অনুভব করছি, **একটা সময় ছিলো**, যখন দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়াকে অনেক খারাপ মনে করা হতো কিন্তু এখন এরূপ করা যেনো একটি ফ্যাশন (Fashion) হয়ে যাচ্ছে, **একটা সময় ছিলো**, যখন বাম হাতে পানাহার করাকে দোষনীয় মনে করা হতো এবং সাথেসাথেই তা সংশোধন করা হতো আর বর্তমানে বাম হাতে খাবার খাওয়া, লেনদেন করাকে "**ছেলে বেলার অভ্যাস**" বলে উড়িয়ে দেয়া হয় এবং সংশোধনকারীকে ভালো মনে করা হয়না, **একটা সময় ছিলো** যখন এক একটি গ্রাসকে গুরুত্ব দেয়া হতো এবং প্লেটকে পরিস্কার করে খেয়ে খাবারকে নষ্ট করা থেকে বাঁচানো হতো কিন্তু এখন অসংখ্য খাবার জেনে শুনে নষ্ট করে দেয়া হয়, **একটা সময় ছিলো**, যখন মুসলমানের শিশুরা সুন্নাতের প্রেমিক ছিলো কিন্তু এখন সুন্নাতের উপর আমলের প্রেরণা শেষ হয়ে যাচ্ছে, **একটা সময় ছিলো**, যখন নাজায়িয ফ্যাশনকারীকে সকলেই খারাপ মনে করতো কিন্তু এখন একে গর্বের বিষয় মনে করা হয়, **একটা সময় ছিলো**, যখন সুন্নাতের অনুসরনকারীকে সর্বখানে সম্মান দেয়া হতো,

তাদের উৎসাহ প্রদান করা হতো, কিন্তু এখন সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাইদেরকে বিভিন্নভাবে বিদ্রুপ করা হয়, ইচ্ছামতো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়, তাদের মনে কষ্ট দেয়া হয় এবং তাদেরকে আশ্চর্য ধরনের উপাধী দ্বারা ডাকা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো; "নেক আমলের পুস্তিকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বারা সমৃদ্ধ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও ফয়যানে রযাকে প্রসার করা এবং ফ্যাশনেবল মুসলমানকে সুন্নাতের রঙে রাঙানোর জন্য নিজের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফয়যানে আলা হযরত দ্বারা ধন্য হওয়া এবং সুন্নাত অনুসরনের প্রেরণা লাভের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে যতক্ষণ সম্ভব অবশ্যই সময় দিন। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো **"নেক আমল"** এর পুস্তিকা পূরণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে নিজের সংশোধনের জন্য ৭২টি নেক আমল প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন, যার উপর আমল করে আমরা নিজের সংশোধন করতে পারি, এই ৭২টি নেক আমলের প্রথম নেক আমলটি হলো যে, আজকে কি আপনি কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কমপক্ষে একটি ভালো নিয়্যত করেছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাসাউফ সম্পর্কে শুনছিলাম, মনে রাখবেন! সূফীয়ায়ে কিরামগণ পবিত্র শরীয়াতের অনুসরনকারী, নফসের চাহিদাকে নিশ্চিহ্নকারী, ফরয ও ওয়াজিবের অনুসরনকারী এবং ইশকে রাসূলকে নিজের অন্তরে ধারনকারী হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন সূফী ছিলেন, যার মাঝে এই সকল গুণাবলী পাওয়া যেতো এবং তিনি ফরয ও ওয়াজিবের খুবই অনুসরন করতেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে আলা হযরতের যুগের দু'টি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি:

সফর ও অবস্থানে জামাআত সহকারে নামায

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর ও অবস্থানে, সুস্থ ও অসুস্থ্য সর্বাবস্থায় জামাআত সহকারে নামায আদায় করাকে জরুরী মনে করতেন। যদি কোন গাড়িতে সফর করাতে নামাযের সময় স্টেশন পাওয়া না গেলে তবে তিনি সেই গাড়িতে সফরই করতেন না এবং অন্য গাড়ি ব্যবহার করতেন বা জামাআত সহকারে নামাযের জন্য কোন স্টেশনে (Station) নেমে যেতে ও সেই গাড়ি ছেড়ে দিতেন, অতঃপর জামাআত সহকারে নামায আদায় করার পর যে গাড়ি পেতেন অবশিষ্ট সফর তাতেই করতেন। **(ফয়যানে আলা হযরত, ১৩৬ পৃষ্ঠা)**

নামাযের প্রতি ভালবাসার অবস্থা

আলা হযযত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পেকে গিয়েছিলো, তাঁর বিশেষ সার্জন (যিনি শহরের সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সার্জন ছিলেন, তিনি) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলের অপারেশন করলেন, ব্যান্ডেজ বাঁধার পর তিনি আরয করলেন: হুযুর! যদি নড়াচড়া না করেন তবে এই ক্ষত দশ

www.dawateislami.net

বারো (১০-১২) দিনে ঠিক হয়ে যাবে, অন্যথায় বেশি সময় লাগবে, একথা বলে তিনি চলে গেলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে, মসজিদে উপস্থিতি ও নামাযের জামাআত ছেড়ে দিবো। যখন যোহরের সময় হলো তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অযু করলেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না, তখন বসে দরজা পর্যন্ত এসে গেলেন, লোকেরা চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে পৌঁছে দিলেন এবং তখনই মহল্লাবাসী ও বংশীয় লোকেরা এটা সিদ্ধান্ত নিলো যে, প্রত্যেক আযানের পর আমাদের মধ্যে চারজন শক্তিশালী লোক চেয়ার নিয়ে উপস্থিত হবো এবং খাট থেকে চেয়ারে বসিয়ে মসজিদের মেহরাবের নিকট বসিয়ে দিবো। এভাবে প্রায় এক মাস পর্যন্ত নিয়মিত চলতে থাকলো। যখন ক্ষত ভালো হয়ে গেলো আর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বয়ং চলার উপযুক্ত হয়ে গেলেন তখন এই অবস্থা শেষ হলো। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নামায তো নামাযই বরং তাঁর শরয়ী কারণ ছাড়া জামাআত ছুটে যাওয়াও সম্ভবত কারো মনে নেই। **(ফয়যানে আলা হযরত, ১৩৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, যেকোন অবস্থাতেই জামাআত বর্জন করা পছন্দ ছিলো না, জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি তাঁর ভালবাসার অবস্থা তো দেখুন যে, পায়ে মারাত্মক ক্ষতের কারণে চলতে কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তবুও মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে থাকেন। বর্ণনাকৃত ঘটনায় ঐ মূর্খদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে, যারা নামাযের সময় গলিতে, চৌকে এবং দোকানে বসে অহেতুক কথায় লিপ্ত থাকে, দোকানদার, অফিসের

www.dawateislami.net

কর্মচারী, রিক্সা, টেক্সি এবং বাস চালকের উদাসীনতার অবস্থা হলো যে, আযান হয়ে গেছে, নামাযের সময় শেষ এবং অপর নামাযের সময় এসে যাচ্ছে, কিন্তু এই মূর্খরা নিজের জায়গা থেকে নড়ছে না, অনুরূপভাবে অনেক লোক অলসতা প্রদর্শন করে জামাআত বিহীন বা ঘরেই পড়ে নেয়। মনে রাখবেন! প্রত্যেক স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, সক্ষম লোকের উপর (অন্যান্য শর্তাবলী সহকারে) জামাআত ওয়াজিব, বিনা করণে একবারও বর্জনকারী গুনাহগার এবং শাস্তির উপযুক্ত আর কয়েকবার বর্জনকারী তো فَاسِق مَرْدُوْدُ الشَّهَادَة (অর্থাৎ তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়) এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫৮২)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী সুলতান, সরওয়ারে দো-জাহান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুনাফিকের উপর সবচেয়ে বেশি ভারী হলো ইশা ও ফজরের নামায আর যারা জানে যে, এতে কি রয়েছে? তবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলে আসে আর নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করলাম যে, নামায কায়েম করার আদেশ দিই, অতঃপর কাউকে আদেশ দিবো যে, মানুষকে নামায পড়াও এবং আমি আমার সাথে কিছু লোককে নিয়ে যাদের নিকট কাঠের স্তুপ রয়েছে, তাদের নিকট নিয়ে যাই, যারা নামাযে উপস্থিত হয়না এবং তাদের ঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিই।

(মুসলিম, ২৫৬, হাদীস ১৪৮২)

যদি আমাদের মধ্যে কাউকে এটা বলা হয় যে, আপনি যদি আপনার জিনিস এখানে বিক্রি করেন তবে দশগুণ লাভ হবে আর অন্য শহরে করলে ২৭গুণ লাভ হবে, তবে নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই এটাই চেষ্টা থাকবে যে, তা অন্য শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা। একটু ভাবুন তো! দুনিয়াবী অস্থায়ী সম্পদ লাভের জন্য দূর দূরান্তের

www.dawateislami.net

সফর করার জন্যও আমাদের মানসিকতা তৈরী হয়ে যায় কিন্তু হায়! কয়েক কদম হেঁটে মসজিদে এসে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে ২৭গুণ সাওয়াব অর্জনের মানসিকতা তৈরী হয়না। জি হ্যাঁ! জামাআত সহকারে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চেয়ে ২৭গুণ বেশি উত্তম।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً। অর্থাৎ জামাআত সহকারে নামায আদায় করা, একাকী নামায পড়ার চেয়ে ২৭ (সাতাইশ) গুণ বেশি ফযীলতপূর্ণ।

(বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/২৩২, হাদীস ৬৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামাদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আশিকানে রাসূল ওলামার প্রতি ভালবাসার ফল স্বরূপ **দা'ওয়াতে ইসলামী** একটি বিভাগ **"ওলামাদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ"** নামে প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে এই বিভাগের যিম্মাদারগণের মাধ্যমে আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরামদের (মসজিদের ইমাম, খতিব, মাদরাসার শিক্ষক ইত্যাদি) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সারা পৃথিবীতে দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে অবহিত করা, ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে তাঁদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজে তাঁদের সহযোগীতা অর্জন করা এবং তাঁদের দোয়া নেয়া। আশিকানে রাসূলের মাদরাসা ও জামেয়ায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজের ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের কাজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সুন্নাত আউর আদব"** থেকে খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি: ✯ প্রত্যেকবার খাওয়ার পূর্বে নিজের হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যারা এটা পছন্দ করে যে, **আল্লাহ পাক** তার ঘরে বরকত বাড়িয়ে দিক, তবে তার উচিৎ যে, যখন খাবার পরিবেশন করা হয় তখন অযু করা এবং যখন উঠিয়ে নেয়া হয় তখনও অযু করা। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তাআম, ৪/৯, হাদীস ৩২৬০) মুফতী আহমত ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এর (অর্থাৎ খাবারের অযুর) অর্থ হলো: হাত মুখ পরিস্কার করা, হাত ধৌত করা কুলি করে নেয়া। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩২) ✯ খাওয়ার পূর্বে জুতা খুলে নিন। ✯ খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নিন। ✯ যদি খাওয়ার শুরুতে بِسْمِ اللهِ পাঠ করতে ভুলে যান তবে স্মরন আসলে بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ পাঠ করে নিন।

ঘোষণা

খাবার খাওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net